গাংনীর সাহারবাটি ও নওয়াপাড়ার চার প্রতিষ্ঠানে জরিমানা

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার সাহারবাটি ও নওয়াপাড়া বাজারে ভ্রাম্যমাণ অভিযান পরিচালনা করে চার ব্যবসায়ীর নিকট থেকে ১০ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করেছে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর।

বুধবার দুপুর সাড়ে ১২ টার সময় মেহেরপুরের সহকারী পরিচালক সজল আহমেদ এ অভিযান পরিচালনা করেন।
অভিযানে হোটেল, মুদিখানা, ফলের দোকানসহ বেশকিছু নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের প্রতিষ্ঠানে তদারকি করা হয়। এসময় নওয়াপাড়া বাজারে মেসার্স খুশি মিষ্টান্ন ভান্ডার নামক প্রতিষ্ঠানে অস্বাস্থ্যকর ও নোংরা পরিবেশে খাবার তৈরি ও বিক্রয়ের অপরাধে এর মালিক মোঃ শিমুলকে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন ২০০৯ এর ৪৩ ধারায় ১ হাজার টাকা, মেসার্স ভাই ভাই মিষ্টান্ন ভাণ্ডার নামক প্রতিষ্ঠানে অস্বাস্থ্যকরভাবে মিষ্টি ও অন্যান্য খাবার তৈরি, ফ্রিজে রেখে প্রচুর মেয়াদ উত্তীর্ণ পণ্য বিক্রয়ের অপরাধে মালিক মোঃ রহিদুল ইসলামকে ৪৩ ও ৫১ ধারায় ৬ হাজার টাকা, মেসার্স রকিবুল ফল ভান্ডারের মালিক মোঃ রকিবুল ইসলামকে মেয়াদ উত্তীর্ণ পণ্য দোকানে সংরক্ষণ ও বিক্রয়ের অপরাধে ৫১ ধারায় ১ হাজার টাকা, মেসার্স আরিফ স্টোরের মালিক মোঃ আরিফুল ইসলামকে একই অপরাধে ৫১ ধারায় ২ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। অভিযানে ৪টি প্রতিষ্ঠানকে মোট ১০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

অভিযানে সহযোগিতায় ছিলেন জেলা স্যানিটারি ইন্সপেক্টর (ভারপ্রাপ্ত) জনাব মোঃ তারিকুল ইসলাম ও গাংনী উপজেলা স্যানিটারি ইন্সপেক্টর জনাব মোঃ মশিউর রহমান এবং মেহেরপুর পুলিশ লাইনের একটি টিম।

মেহেরপুরে দুই গ্যাস ব্যবসায়ীর জরিমানা

বেশি দামে গ্যাস বিক্রির অপরাধে মেহেরপুর শহরের কাসারি পাড়ার এস এম গ্যাস হাউজের সাজ্জাদ হোসেন সবুজ ও হোটেল বাজারের জাকির ব্রাদার্স এর মালিক আমিনুল ইসলামের কাছে থেকে ১৫ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়েছে।

মঙ্গলবার দুপুরে মেহেরপুর জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক সজল আহমেদ এ অভিযান পরিচালনা করেন।

তিনি জানান, গ্যাস সিলিন্ডার, মুদিখানাসহ বেশকিছু নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের প্রতিষ্ঠানে তদারকি করা হয়। এসময় মেহেরপুর শহরের কাসারি বাজারে মেসার্স এস এম গ্যাস হাউজ নামক প্রতিষ্ঠানে তদারকিতে পাওয়া যায় নানা অনিয়ম। বিভিন্ন কোম্পানি থেকে ১২৯৫ টাকায় পুর্বের কম দামে কেনা গ্যাস বিক্রয় করছেন ১৫৭০ টাকা দরে যেখানে বর্তমান সরকার নির্ধারিত মুল্য ১৪৯৮ টাকা। সরকারি মূল্যের বাইরে গিয়ে অসৎভাবে সিলিন্ডার প্রতি লাভ করছেন ২৭৫ টাকা। নাই মুল্যতালিকা, লাইসেন্স বহির্ভূতভাবে আবাসিক এলাকায় অননুমোদিত গোডাউনে মজুদ করেছেন হাজারের অধিক গ্যাস সিলিন্ডার। এসকল অপরাধে প্রতিষ্ঠানের মালিক সাজ্জাদ হোসেন সবুজকে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন ২০০৯ এর ৪০ ধারায় ১০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।
অপরদিকে, হোটেল বাজারের মেসার্স জাকির এন্ড ব্রাদার্স এর মালিক মোঃ আমিনুল ইসলামকে গ্যাস ও অন্যান্য পণ্যের মুল্যতালিকা প্রদর্শন না করার অপরাধে ৩৮ ধারায় ৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

অভিযান পরিচালনাকালে জেলা কৃষি বিপণন কর্মকর্তা জিবরাইল হোসেন, জেলা স্যানিটারি ইন্সপেক্টর (ভারপ্রাপ্ত) তারিকুল ইসলাম উপস্থিত ছিলেন। অভিযানে মেহেরপুর পুলিশ লাইনের একটি টিম সহযোগীতা করেন।

মেহেরপুরে হাসপাতাল মোড়ে ৩ হোটেলকে জরিমানা

মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতাল মোড় এলাকায় ভ্রাম্যমাণ অভিযান পরিচালনা করে নোংরা পরিবেশের দায়ের তিনটি হোটেলকে ১২ হাজার টাকা জরিমানা করেছে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর।

বুধবার দুপুরে অধিদপ্তরের মেহেরপুরের সহকারী পরিচালক সজল আহমেদ এ অভিযান পরিচালনা করেন। এসময় অভিযানে সহযোগিতা করেন সদর উপজেলা স্যানিটারি ইন্সপেক্টর জনাব মোঃ তারিকুল ইসলাম ও মেহেরপুর পুলিশ লাইনের একটি টিম।

সহকারী পরিচালক সজল আহমেদ জানান, অভিযানে হসপিটাল মোড়ের সামনে হোটেল ও দোকানগুলোতে তদারকি করা হয়। এসময় মেসার্স কাওসার হোটেলকে রান্না রুমের সাথে উন্মুক্ত খোলা টয়লেট ও টয়লেটের পাশেই খাবার জিনিস খোলা রাখা, নোংরা পরিবেশে অস্বাস্থ্যকরভাবে খাদ্য পণ্য তৈরি ও মুল্যতালিকা প্রদর্শন না করার অপরাধে প্রতিষ্ঠানটিকে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন-২০০৯ এর ৩৮ ও ৪৩ ধারায় ৭ হাজার টাকা জরিমানা করা হয় ও ৭ দিনের জন্য সকল কার্যক্রম বন্ধের নির্দেশ দেয়া হয়। মুক্তার হোটেলকে অস্বাস্থ্যকর ও নোংরা পরিবেশে খাবার তৈরির ও মুল্যতালিকা প্রদর্শন না করার অপরাধে ৩৮ ও ৪৩ ধারায় ৩ হাজার টাকা জরিমানা ও ০২ দিনের জন্য বন্ধ রাখার নির্দেশ দেয়া হয়। এছাড়া মেসার্স মায়ের হাতের রান্না নামক হোটেলকে একই অপরাধে ২ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

গাংনীর বাঁশবাড়ীয়া বাজারে দুই ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকে জরিমনা

মেহেরপুরে গাংনী উপজেলার বাঁশবাড়ীয়া বাজারে ভ্রাম্যমাণ অভিযান পরিচালনা করে মেয়াদ উত্তীর্ণ পণ্য রাখা ও বিক্িরে এবং অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের কারণে দুই ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকে ৬ হাজার

জরিমানা করেছে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর।

আজ মঙ্গলবার দুপুরে জাতীয় ভোক্তা সংরক্ষণ অধিদপ্তর মেহেরপুরের সহকারী পরিচালক সজল আহমেদ এ অভিযান পরিচালনা করেন। জেলা স্যানিটারি ইন্সপেক্টর (ভারপ্রাপ্ত) তারিকুল ইসলাম ও গাংনী উপজেলা স্যানিটারি ইন্সপেক্টর মশিউর রহমান এবং মেহেরপুর পুলিশ লাইনের একটি টিম অভিযানে সহযোগীতা করেন।

সহকারী পরিচালক সজল আহমেদ জানান, গাংনীর বাঁশবাড়ীয়া বাজারের হোটেল, মুদিখানা, হার্ডওয়্যার, সার-কীটনাশকসহ বেশকিছু নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের কয়েকটি প্রতিষ্ঠানে তদারকি করা হয়। এসময় মেসার্স মিজান স্টোরে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ, মেয়াদ উত্তীর্ণ পণ্য রাখা ও বিক্রয়ের অপরাধে প্রতিষ্ঠানটিকে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন ২০০৯ এর ৩৭ ও ৫১ ধারায় ৪ হাজার জরিমানা করা হয়।এছাড়া খালেক হোটেলকে অস্বাস্থ্যকর ও নোংরা পরিবেশে খাবার তৈরি ও তারিখ বিহীন পণ্য বিক্রয়ের অপরাধে একই আইনের ৩৭ ও ৪৩ ধারায় ২ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

অভিযান চলাকালে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলো সতর্ক করা হয় এবং ব্যবসায়ী ও জনসাধারণের মাঝে সচেতনতামূলক লিফলেট বিতরণ করা হয়।

মেহেরপুরে দুটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকে জরিমানা

মেহেরপুর সদর উপজেলার মনোহরপুর ও কুলবাড়ীয়া বাজার এলাকায় ভ্রাম্যমাণ অভিযান পরিচালনা করে দুটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের নিকট থেকে ১২ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করেছে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর।

বুধবার দুপুরে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের মেহেরপুরের সহকারী পরিচালক সজল এ অভিযান পরিচালনা করেন। অভিযানে জেলা স্যানিটারি ইন্সপেক্টর (ভারপ্রাপ্ত) মোঃ তারিকুল ইসলাম উপস্থিত ছিলেন। মেহেরপুর পুলিশ লাইনের একটি টিম এ অভিযানে সহায়তা

করে।

সহকারী পরিচালক সজল আহমেদ জানান, অভিযানে মুদিখানা, ফার্মেসি, সার-কীটনাশকসহ বেশকিছু নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের প্রতিষ্ঠানে তদারকি করা হয়। কুলবাড়ীয়া বাজারে মেসার্স রাফিক স্টোর নামক প্রতিষ্ঠানে তদারকিতে বাচ্চাদের মেয়াদ উত্তীর্ণ চকলেট, বিস্কুট, কোমলপানীয়, সাবান, চানাচুরসহ ফ্রিজ ও র্যাক থেকে প্রচুর মেয়াদ উত্তীর্ণ পণ্য জব্দ করা হয়। মূল্যতালিকা প্রদর্শন না করা ও মেয়াদ উত্তীর্ণ পণ্য বিক্রয়ের অপরাধে প্রতিষ্ঠানটিকে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন ২০০৯ এর ৫১ ধারায় ১০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

মনোহরপুর এলাকায় অপর একটি প্রতিষ্ঠান মেসার্স রফিজা ট্রেডার্স নামক সার-কীটনাশকের প্রতিষ্ঠানকে, অতিরিক্ত দামে সার বিক্রয়, ক্রয়-বিক্রয় ভাউচার সংরক্ষণ না করা ও সারের মুল্যতালিকা প্রদর্শন না করার অপরাধে ৩৮ ও ৪০ ধারায় ২ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

এসময় জব্দকৃত মেয়াদ উত্তীর্ণ ও খারাপ পণ্যগুলো জনসম্মুখে নষ্ট করা হয় এবং ব্যবসায়ী ও জনসাধারণের মাঝে সচেতনতামূলক লিফলেট বিতরণ করা হয়।

চুয়াডাঙ্গায় হোটেল মালিককে জরিমানা ও ৩ দিন সাময়িক বন্ধ

চুয়াডাঙ্গায় জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে। পচা মসলা দিয়ে ও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে খাবার প্রস্তুত করার অপরাধে চুয়াডাঙ্গা শহরের আলোচিত নিউ আল আমিন হোটেলের মালিককে ৪০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে একই সাথে হোটেলটি ৩ দিনের জন্য বন্ধ করে দেয়া হয়। একই অভিযানে স্বাস্থ্য সুরক্ষা না মানায় চুয়াডাঙ্গা শহতলীর দৌলতদিয়াড়ে অবস্থিত মৌসুমী বেকারীকে ১৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে।

রোববার দুপুরে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদফতরের অভিযানে দুটি প্রতিষ্ঠানকে জরিমানা করা হয়েছে।

চুয়াডাঙ্গা ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদফতরের সহকারী পরিচালক সজল আহমেদ জানান, চুয়াডাঙ্গা শহরের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত নিউ আল আমিন হোটেল। তাদের বিরুদ্ধে ভোক্তাদের অভিযোগের শেষ নেই। এর আগেও একাধিকবার সেখানে অভিযান চালিয়ে জরিমানা করা হয়েছে। সেইসাথে প্রতিষ্ঠানটির মালিককে শতর্ক করা হয়েছে। বারবার শতর্ক করার পরও প্রতিষ্ঠান মালিক একইভাবে তাদের হোটেল চালিয়ে যাচ্ছিলেন।

রোববার দুপুরে ঝিনাইদহ র্যাব-৬’র একটি টিমকে সাথে নিয়ে নিউ আল আমিন হোটেলে অভিযান চালানো হয়। ওই হোটেল থেকে পচা ও দুর্গন্ধযুক্ত মসলা উদ্ধার করা হয়। যা দিয়ে খাবার প্রস্তুত করা হচ্ছিল। ওই হোটেলের রান্না ঘরের পরিবেশ নোংরা। সেখানে বসেই রাধুনিরা খাবার তৈরী করছিলো। ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন ২০০৯ এর ৩৭ ও ৪৩ ধারায় প্রতিষ্ঠানের পরিচালক এনামুল হককে ৪০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয় এবং ৩ দিনের জন্য বন্ধ করে দেয়া হয়।

তিনি আরও বলেন, ওই ৩দিন সময়ের মধ্যে নিউ আল আমিন হোটেলের পরিবেশ ঠিক করতে না পারলে স্থায়ীভাবে বন্ধ করে দেয়া হবে।

এদিকে, একই অভিযানিক টিম চুয়াডাঙ্গা শহরতলীর দৌলতদিয়াড়ে অবস্থিত মৌসুমী বেকারীতে অভিযান চালায়। সেখানে স্বাস্থ্য সুরক্ষা না মেনে খাবার প্রস্তুত করার অপরাধে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন ২০০৯ এর ৩৭ ধারায় প্রতিষ্ঠান মালিকে সাইদুর রহমানকে ১৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

জনস্বার্থে এ অভিযান অব্যাহত থাকবে বলে জানান ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদফতর চুয়াডাঙ্গা জেলা শাখার সহকারী পরিচালক সজল আহমেদ।অভিযান পরিচালনায় সার্বিক ভাবে সহযোগিতায় ছিলেন ঝিনাইদহ র্যাব-৬ এর একটি চৌকস দল।

মেহেরপুরে বেশি দামে সার

বিক্রি করায় দুই ব্যবসায়ীর এক লাখ টাকা জরিমানা

মেহেরপুরে বেশি দাম সার বিক্রির অপরাধে দুই ব্যবসায়ীর কাছে ১ লাখ টাকা জরিমানা করেছে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর।

আজ মঙ্গলবার জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক সজল আহমেদ শহরের হোটেল বাজার ও নতুন বাস টার্মিনাল এলাকার দুটি সার ডিলারের প্রতিষ্ঠানে এ অভিযান চালিয়ে এ অভিযান পরিচালনা করেন।

সজল আহমেদ জানান, বিসিআইসি সার ডিলার মেসার্স আশাবুল হকের প্রতিষ্ঠানে তদারকিকালে সরকার নির্ধারিত মূল্যের চেয়ে অধিক মুল্যে সার বিক্রয়ের প্রমাণ পাওয়া যায়।

১১০০ টাকার ইউরিয়া সার ১২৫০ টাকা, ১১০০ টাকার টিএসপি সার ১৭০০ টাকা, ৮০০ টাকার ডিএপি ৯৫০ টাকায় বিক্রয় করেন।

এ অপরাধে প্রতিষ্ঠানটির মালিক মোঃ আশাবুল হককে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন-২০০৯ এর ৪০ ধারায় ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয় এবং বেশি মুল্যে সার বিক্রয়ের রশিদ বই জব্দ করা হয়।

অভিযান চালাচ্ছেন জাতীয় ভোক্তা
অধিকারের সহকারী পরিচালক সজল আহমেদ

পরবর্তিতে নতুন বাস টার্মিনাল এলাকায় অপর একটি বিসিআইসি সার ডিলার মেসার্স ন্যাশনাল এন্টারপ্রাইজ নামক প্রতিষ্ঠানে তদারকিতেও অধিক মুল্যে সার বিক্রয়ের প্রমাণ পাওয়া যায়।

৭৫০ টাকার এমওপি সার ১২০০ টাকা, ১১০০ টাকার টিএসপি সার ১৭০০ টাকা । এবং ইউরিয়া ও ডিএপি সারও বেশি দামে বিক্রয় করেছেন। এছাড়া প্রতিষ্ঠানটি থেকে বেশকিছু মেয়াদ উত্তীর্ণ কীটনাশক ও সার জব্দ করে নষ্ট করা হয়।

এ অপরাধে প্রতিষ্ঠানটির মালিক আলহাজ্ব মো: আব্দুল আওয়ালকে একই আইনে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

এ সময় উভয় ব্যবসাীকে সতর্ক করা হয় এবং সরকার নির্ধারিত ন্যায্যমূল্যে সার বিক্রয়ের জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়।

অভিযানে সহযোগিতা করেন সদর উপজেলা স্যানিটারি ইন্সপেক্টর মো: তারিকুল ইসলাম, পৌর স্যানিটারি ইন্সপেক্টর মো: মনিরুল ইসলাম ও মেহেরপুর জেলা পুলিশের একটি টিম।

মেহেরপুরে দুই হোটেল ব্যবসায়ীর জরিমানা

বাসি, পচা খাবার ও নোংরা পরিবেশের অপরাধে মেহেরপুর শহরের কলেজ মোড় এলাকার ইয়ারুল হোটেলের১৫ হাজার ও ইসলামিয়া হোটেলের ২ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে।

আজ বুধবার (১৭ আগষ্ট) দুপুরের দিকে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের মেহেরপুর জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক (অতিরিক্ত দায়ীত্ব) মো: সজল আহম্মেদ এ অভিযান পরিচালনা করে তাদের জরিমানা করেন।

ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন ২০০৯ এর ৪৩ ধারায় ইয়ারুল হোটেলকে ১৫ হাজার টাকা ও ইসলামিয়া হোটেলকে ২ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে।

এসময় কৃষি বিপনন কর্মকর্তা তারিকুল ইসলাম, নিরাপদ খাদ্য অফিসার রিয়াজ মাহমুদ উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুর জেলা পুলিশের উপপরিদর্শক (এসআই) আব্দুল ওহাব ও সঙ্গীয় ফোর্স অভিযানে সহযোগীতা করেন।

এর আগে কলেজ মোড় এলাকার মেহেরপুর ফিলিং স্টেশন ও চুয়াডাঙ্গা রোডের অয়ন ফিলিং স্টেশন দুটিতে অভিযান চালান এই দলটি। তবে, ওজন ঠিক থাকায় সেখানো কোনো জরিমানা করা হয়নি।

এছাড়া বিভিন্ন দোকানে সচেতনতামুলক কার্যাক্রম পরিচালনা করা হয়।

মুজিবনগরে ভুয়া পশু চিকিৎসকের ৫০ হাজার টাকা জরিমানা

মেহেরপুরের মুজিবনগরে অভিযান চালিয়ে মোমিনুল ইসলাম নামের এক ভুয়া পশু চিকিৎসকের ৫০ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করেছে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর।

আজ মঙ্গলবার দুপুর ১টার দিকে উপজেলার রশিকপুরে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর, মেহেরপুরের সহকারী পরিচালক সজল আহমেদ এ অভিযান পরিচালনা করেন।

দণ্ডিত ভুয়া পশু চিকিৎসক মোহাম্মদ মোমিনুল ইসলাম, মুজিবনগরের রশিকপুর গ্রামের মোঃ মোসাদ আলী শেখের ছেলে।

মুজিবনগরে অভিযান পরিচালনা করেন জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক সজল আহমেদ

জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর,মেহেরপুরের সহকারী পরিচালক সজল আহমেদ জানান, অভিযোগ ছিল মোমিনুল ইসলাম দীর্ঘদিন ধরে কোন প্রকার সনদ ও চিকিৎসার স্বপক্ষে কোন ডিগ্রি ছাড়াই পশু চিকিৎসা করে যাচ্ছিলেন। তার প্রাণীসম্পদ অধিদপ্তর থেকেও নেই কোন অনুমতি। শুধুমাত্র ওয়েভ ফাউন্ডেশন থেকে কয়েক দিনের ছাগল পালন বিষয়ক প্রশিক্ষণ নিয়েই নেমে পড়েন পশু চিকিৎসায়।

এছাড়া বিভিন্ন সময়ে বেসরকারিভাবে গরুর কৃত্রিম প্রজনন বাবদ নির্ধারিত ফির বাইরে অতিরিক্ত টাকা নেয়ার অভিযোগ ছিল তার বিরুদ্ধে। পরিচালিত অভিযানে সহযোগিতা করেন উপজেলা প্রাণীসম্পদ অফিস ও পুলিশের একটি টিম।

অভিযানে উপস্থিত ছিলেন জেলা তথ্য অফিসার আব্দুল্লাহ আল মামুন, নিরাপদ খাদ্য অফিসার মোঃ রিয়াজ মাহমুদ, জেলা স্যানিটারি ইন্সপেক্টর মোঃ তাজিমুল হক।

[redacted]

[redacted]